[২০২১] ১৪ এস. সি. আর. ৮৩৬

মুরথি ও অন্যান্য

বনাম

সি. সারাদম্বল ও অন্যান্য

(২০১০ সালের দেওয়ানী আপিল নং. ৪২৭০)

১০ই ডিসেম্বর, ২০২১

[এল. নাগেশ্বর রাও এবং বি. ভি. নাগরত্না, বিচারপতিদ্বয়]

উইল: উইল সম্পাদনের ক্ষেত্রে সন্দেহজনক পরিস্থিতি – টেস্টেটরের কন্যাদের বাদ দিয়ে টেস্টেটরের পুত্রের নামে দানপত্র – টেস্টেটরের পুত্র তাদের পিতার মৃত্যুর পর এগারো বছর জীবিত ছিলেন – টেস্টেটরের মৃত্যুর পনেরো বছর পর টেস্টেটরের পুত্রের স্ত্রী কর্তৃক লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেয়ে আবেদন – টেস্টেটরের কন্যারা বিবাদী হিসাবে উইলটি জাল হওয়ার কারণে আবেদনটি খারিজ করার আবেদন জানান –

সিদ্ধান্ত: এটা অত্যন্ত অসম্ভব যে টেস্টেটরের একমাত্র পুত্র যিনি একজন অনুশীলনকারী আইনজীবী ছিলেন এবং যার নামে বাড়ির দানপত্র করা হয়েছিল, তিনি তার পিতার উইল সম্পাদনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না – এটা অস্বাভাবিক যে পিতা তার একমাত্র পুত্রকে সম্পত্তির দানপত্র সম্পর্কে জানাননি এবং উইল খসড়া এবং সম্পাদনের ক্ষেত্রে তার পুত্রের সহায়তাও নেননি – টেস্টেটর একটি পক্ষাঘাতজনিত স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন যা তার কথা বলা, ডান হাত এবং ডান পায়ের চলাচলে প্রভাব ফেলেছিল এবং তিনি তার মৃত্যুর আগে দশ মাস ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন – এই পরিস্থিতিগুলি বিবেচনা করে, একটি সন্দেহ তৈরি হয় যে টেস্টেটর তার মৃত্যুর পনেরো দিন আগে উইল তৈরির সময় সুস্থ এবং নিষ্পত্তিযোগ্য মানসিক অবস্থায় ছিলেন কিনা – উইলের প্রস্তাবক অর্থাৎ প্রথম বাদী কর্তৃক কোনো বিপরীত চিকিৎসা প্রমাণ বা টেস্টেটরের মৃত্যুর আগে তার চিকিৎসা করা ডাক্তারের প্রমাণ পেশ করে আদালতের মনে তৈরি হওয়া উক্ত সন্দেহ দূর করা হয়নি – টেস্টেটর নিজেই কথিত উইলে উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি অসুস্থ এবং দুর্বল হয়ে পড়ছেন, তবুও তিনি নিজেই উইলটি "লিখেছেন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা বিশ্বাসযোগ্য নয় – উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ এর ধারা ৬৩ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে টেস্টেটরকে উইলে স্বাক্ষর করতে হবে এবং টেস্টেটরের স্বাক্ষর এমন হতে হবে যা এর মাধ্যমে একটি উইল লেখার প্রভাব "উদ্দেশ্য" করে – সুতরাং, টেস্টেটরের উইল করার উদ্দেশ্য প্রমাণ করে উইলের যথার্থতা প্রমাণ করতে হবে এবং এর জন্য, একটি বৈধ উইল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ

মুরথি ও অন্যান্য বনাম সি. সারাদম্বল ও অন্যান্য ৩৭

আদালতে দৃঢ় প্রমাণ পেশ করে প্রমাণ করতে হবে – টেস্টেটর কাকে উইল লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই – লেখককেও পরীক্ষা করা হয়নি – একটি উইলের মতো নথি সম্পাদনের প্রমাণ দেওয়ার জন্য, অন্তত একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে তলব করতে হবে যিনি এর সম্পাদনের প্রমাণ দেওয়ার জন্য প্রত্যয়ন করেছিলেন – একজন প্রত্যয়নকারী মারা গেছেন – দ্বিতীয় প্রত্যয়নকারী, পিডব্লিউ২ তার সাক্ষ্য দিয়েছেন – পিডব্লিউ২ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে টেস্টেটর অসুস্থ এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি শয্যাশায়ী থাকায় উইলটি নিবন্ধিত করা যায়নি – তার সাক্ষ্য উইলের সুবিধাভোগীর মামলার জন্য বরং মারাত্মক ছিল – বিচারিক আদালতও পিডব্লিউ২-এর সাক্ষ্য বিশ্বাস করেনি – বাদী-উত্তরদাতারা আইন অনুযায়ী উইলের বৈধতা প্রমাণ করতে সফল হননি, কারণ উইলের সম্পাদনের আশেপাশের সন্দেহজনক পরিস্থিতি কোনো জোরালো প্রমাণ দ্বারা দূর করা হয়নি, বরং উইলের যথার্থতা সন্দেহের মধ্যে রয়ে গেছে – কথিত উইলটি আইনের দৃষ্টিতে বৈধ নথি না হওয়ায়, বাদী-উত্তরদাতাদের লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মঞ্জুর করা যাবে না – উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ – ধারা ৬৩।

রায়/আদেশ: যুক্তিসঙ্গত আদেশ – নিম্ন আদালতের রায়ের নিশ্চিতকরণ, সংশোধন বা বাতিল করার সময় আপিল আদালতের কর্তব্য –

সিদ্ধান্ত: আপিল আদালতের বিচারিক আদালতের অনুসন্ধান এবং রায় বাতিল, নিশ্চিত বা সংশোধন করার এখতিয়ার রয়েছে – তবে, বিচারিক আদালতের রায় বাতিল বা সংশোধন করার সময়, আপিল আদালতের কর্তব্য হলো তার রায়ে সমস্ত আলোচিত বিষয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পক্ষগণের দ্বারা উত্থাপিত এবং জোর দেওয়া যুক্তিগুলির উপর কারণসহ সমর্থিত অনুসন্ধানগুলির উপর সচেতনভাবে মন প্রয়োগ করা প্রতিফলিত করা – নিঃসন্দেহে, যখন আপিল আদালত বিচারিক আদালতের রায় নিশ্চিত করে, তখন যুক্তির বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই যদিও সাক্ষ্য পুনঃমূল্যায়ন এবং বিচারিক আদালতের রায়ের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ – তবে বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করার সময়, আপিল আদালতের কারণ নির্ধারণে তার কর্তব্যের বিষয়ে আরও সচেতন হওয়া উচিত – বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করার সময় তথ্য এবং আইন উভয় ক্ষেত্রেই বিচারিক আদালতের বিচারকের রায় সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে, সমস্ত যুক্তি বিবর্জিতভাবে পরিচালনা করেছে।

রায়/আদেশ: নিম্ন আদালতের রায় বাতিল করার সময় আপিল আদালতের কর্তব্য – সিদ্ধান্ত: বাতিলকরণের রায় লেখার সময়, আপিল আদালতকে দুটি নীতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে – প্রথমত,

বিচারিক আদালত দ্বারা পরস্পরবিরোধী প্রমাণের ভিত্তিতে আসা তথ্যের অনুসন্ধানগুলি আপিল আদালতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে, বিশেষ করে যখন অনুসন্ধানগুলি একই সভাপতিত্বকারী বিচারক দ্বারা রেকর্ড করা মৌখিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে করা হয় যিনি রায় লেখেন– যদি প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে দেখা যায় যে বিচারিক আদালতের রায় একটি বস্তুগত অনিয়ম দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা অগ্রহণযোগ্য প্রমাণের উপর বা অনুমান এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে করা হয়, তবে আপিল আদালত কারণ দর্শিয়ে তথ্যের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী – অন্যথায়, তথ্যের প্রশ্নে বিচারিক আদালতের অনুসন্ধানে হালকাভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় – দ্বিতীয়ত, তথ্যের অনুসন্ধান বাতিল করার সময়, আপিল আদালতের কারণ দর্শানো প্রয়োজন– এটি বিশেষ করে তখন প্রয়োজন যখন সিপিসি-র ১০০ ধারার অধীনে আরও আপিল থাকে, কারণ প্রথম আপিল আদালত তথ্যের চূড়ান্ত আদালত এবং উক্ত অনুসন্ধানগুলি দ্বিতীয় আপিলে চ্যালেঞ্জের বাইরে থাকে।

আপিল: আপিল দায়ের করার অধিকার - সিদ্ধান্ত: আপিল করার অধিকার আইনের সৃষ্টি– মূল আদালতের রায়কে আক্রমণ করে একজন অসফল পক্ষ কর্তৃক আপিল দায়ের করার অধিকার একটি মূল্যবান অধিকার এবং তাই আপিল আদালতের উপর তথ্য এবং প্রযোজ্য আইন উভয় প্রশ্নের উপর প্রথম আপিলের বিচার করার কর্তব্য অর্পিত হয় – অতএব, সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং বিচারিক নজির দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিগুলির আলোকে প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন এবং মামলার জন্য প্রযোজ্য আইনকে বিবেকপূর্ণভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১. বাদী-উত্তরদাতারা আইন অনুযায়ী উইল (প্রদর্শ-পি১) প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ তারা উইলের সম্পাদনের আশেপাশের সন্দেহজনক পরিস্থিতি দূর করেননি। অতএব, প্রদর্শ-পি১, আইনের দৃষ্টিতে বৈধ নথি না হওয়ায়, বাদী-উত্তরদাতাদের লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মঞ্জুর করা যাবে না। বিচারক মামলা খারিজ করে সঠিক কাজ করেছেন। যাইহোক, আপিল আদালত, যা একটি ডিভিশন বেঞ্চ, বিচারকের দেওয়া রায় এবং ডিক্রি বাতিল করেছে এবং মামলা মঞ্জুর করেছে। আপিল আদালতের রায় সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হয়েছে।

এটা লক্ষ্য করা যায় যে আপিল আদালত যদি আপিল খারিজ করে এবং বিচারকের রায় ও ডিক্রি নিশ্চিত করে, তবে রায় সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট হতে পারে। কিন্তু যখন বিচারকের রায় এবং ডিক্রি বাতিল করা হয়, তখন আপিল আদালতের পক্ষে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা এবং তা বাতিল করার কারণ দেওয়া বাধ্যতামূলক। কারণ দর্শানো শুধুমাত্র রায়কে সম্পূর্ণ করে না, বরং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যও প্রয়োজনীয়। হাইকোর্ট তথ্য এবং আইন উভয় ক্ষেত্রেই বিচারকের রায় বাতিল করার সময় সমস্ত যুক্তি বিবর্জিতভাবে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারকের রায় পরিচালনা করেছে। এটা সর্বজনবিদিত যে আপিল আদালতের বিচারকের অনুসন্ধান এবং রায় বাতিল, নিশ্চিত বা সংশোধন করার এখতিয়ার রয়েছে। তবে, বিচারকের রায় বাতিল বা সংশোধন করার সময়, আপিল আদালতের কর্তব্য হলো তার রায়ে সমস্ত আলোচিত বিষয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পক্ষগণের দ্বারা উত্থাপিত এবং জোর দেওয়া যুক্তিগুলির উপর কারণসহ সমর্থিত অনুসন্ধানগুলির উপর সচেতনভাবে মন প্রয়োগ করা প্রতিফলিত করা। নিঃসন্দেহে, যখন আপিল আদালত বিচারকের রায় নিশ্চিত করে, তখন যুক্তির বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই যদিও প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন এবং বিচারকের রায়ের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। তবে বিচারকের রায় বাতিল করার সময়, আপিল আদালতের কারণ নির্ধারণে তার কর্তব্যের বিষয়ে আরও সচেতন হওয়া উচিত। [অনুচ্ছেদ ৩৫,৩৬,৩৭] [৮৫৯-ই-এইচ; ৮৬০-এ-ডি]

২. মূল আদালতের রায়কে আক্রমণ করে একজন অসফল পক্ষ কর্তৃক আপিল দায়ের করার অধিকার একটি মূল্যবান অধিকার এবং তাই আপিল আদালতের উপর তথ্য এবং প্রযোজ্য আইন উভয় প্রশ্নের উপর প্রথম আপিলের বিচার করার কর্তব্য অর্পিত হয়। অতএব, সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং বিচারিক নজির দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিগুলির আলোকে প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন এবং মামলার জন্য প্রযোজ্য আইনকে বিবেকপূর্ণভাবে মোকাবিলা করতে হবে। বর্তমান মামলায়, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন ছাড়াই এবং তথ্য এবং প্রযোজ্য আইনের প্রশ্নের উপর অনুসন্ধান না দিয়ে এবং বিচারকের রায় কেন ত্রুটিপূর্ণ ছিল তা যুক্তি না দিয়ে বিচারকের রায়টিকে সরলভাবে বাতিল করেছে। [অনুচ্ছেদ ৪১, ৪২][৮৬২-বি-ডি]

সন্তোষ হাজারী বনাম পুরুষোত্তম তিওয়ারী (মৃত) এলআরএস কর্তৃক (২০০১) ৩ এসসিসি ১৭৯; বি.ভি. নাগেশ বনাম এইচ.ভি. শ্রীনিবাস মূর্তি (২০১০) ১৩ এসসিসি ৫৩০: [২০১০] ১১ এসসিআর ৭৮৪; বিনোদ কুমার বনাম গঙ্গাধর (২০১৫) ১ এসসিসি ৩৯১: [২০১৪] ১০ এসসিআর ১০৫০ - নির্ভর করা হয়েছে।

এইচ. ভেঙ্কটাচালা আইয়েঙ্গার বনাম বি.এন. থিম্মাজাম্মা এআইআর ১৯৫৯ এসসি ৪৪৩: [১৯৫৯] সাপ্ল. এসসিআর ৪২৬; জাসওয়ান্ত কৌর বনাম অমৃত কৌর এবং অন্যান্য (১৯৭৭) ১ এসসিসি ৩৬৯: [১৯৭৭] ১ এসসিআর ৯২৫; ভরপুর সিং এবং অন্যান্য বনাম শামশের সিং (২০০৯) ৩ এসসিসি ৬৮৭: [২০০৮] ১৭ এসসিআর ৫১৭; নিরঞ্জন উমেশচন্দ্র জোশী বনাম মৃদুলা জ্যোতি রাও (২০০৬) ১৩ এসসিসি ৪৩৩: [২০০৬] ১০ সাপ্ল. এসসিআর ১২১৪; অনিল কাক বনাম শারদা রাজে (২০০৮) ৭ এসসিসি ৬৯৫: [২০০৮] ৬ এসসিআর ১০০৯; লীলা রাজাগোপাল এবং অন্যান্য বনাম কমলা মেনন কোচারন এবং অন্যান্য (২০১৪) ১৫ এসসিসি ৫৭0: [২০১৪] ৭ এসসিআর ৬৯৭ - উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

র. ৪২৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০ (ক)
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০ (খ)
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০ (গ)
আর. ১২১৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০ (ঘ)
০৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০ (ঙ)
	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০ (চ)
	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩৮
৪	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩৯
৫০	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৪০

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১০ সালের ৪২৭০ নং দেওয়ানী আপিল।

২০০২ সালের ও. এস. এ-তে মাদ্রাজের হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারের ০৮.১২.২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

এস. ভাল্লিনাগম, ঋত্বিক পান্ডা, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা.

কে. কে. মণি, সুশ্রী টি. অর্চনা, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন **নাগরত্না বিচারপতি।**

এই আপিলটি ২০০৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারালয় কর্তৃক ও.এস.এ. নং ৪৭০/২০০২-এ পাস করা রায় এবং ডিক্রিকে আক্রমণ করে, যার মাধ্যমে টি.ও.এস. নং ২০/

১৯৯৪-এ পাস করা রায় এবং ডিক্রি বাতিল করা হয়েছিল, যেখানে হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারক লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মঞ্জুর করার মামলা খারিজ করেছিলেন এবং উক্ত মামলা মঞ্জুর করা হয়েছিল।

২. সুবিধার জন্য, পক্ষগুলিকে ও.পি. নং ১৫০/১৯৯৩ এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থা অনুযায়ী উল্লেখ করা হবে, যা টি.ও.এস. নং ২০/১৯৯৪-এ রূপান্তরিত হয়েছিল, যা লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মঞ্জুর করার জন্য দায়ের করা হয়েছিল।

৩. বাদীপক্ষের বক্তব্য হলো যে, ই. শ্রীনিবাস পিল্লাই, প্রথম বাদীর শ্বশুর, ১৯৭৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি মারা যান এবং ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারির তার শেষ উইল এবং টেস্টামেন্ট রেখে যান। উক্ত উইলটি দুইজন প্রত্যয়নকারীর উপস্থিতিতে সম্পাদিত হয়েছিল বলে জানা যায়। টেস্টেটর ই. শ্রীনিবাস পিল্লাইয়ের এস. দামোদরন নামে একটি পুত্র ছিল, যিনি ১৯৮৯ সালের ৩রা জুন মাদ্রাজে উইল না রেখে মারা যান, তার স্ত্রী সি. সরদাম্বল এবং তার দুই কন্যা ডি. প্রেমা, বয়স ২০ বছর এবং ডি. দীপলক্ষ্মী, বয়স ১৮ বছর রেখে যান। টেস্টেটর, তার পুত্র এস. দামোদরন ছাড়াও, পি. এম. এলুমালয়ের স্ত্রী সাবিত্রী আম্মাল এবং টি. রাজারামের স্ত্রী পদ্মাবতী নামে দুই কন্যা রেখে যান।

৪. টেস্টেটর এবং তার পরিবার যে বাড়িতে বসবাস করত, সেটি অর্থাৎ ১০ নম্বর, আজিজ নগর ২য় স্ট্রিট, কোডামবাক্কাম, মাদ্রাজ-২৪ ঠিকানার বাড়িটি টেস্টেটরের কন্যাদের বাদ দিয়ে টেস্টেটরের পুত্র এস. দামোদরনের নামে দানপত্র করা হয়েছিল। টেস্টেটরের কন্যারা উক্ত সম্পত্তির বিভাজন চেয়ে মাদ্রাজ ৪র্থ সহকারী সিটি সিভিল জজ আদালতের ফাইলে ও.এস. নং ৫৪৭৭/১৯৯০ দায়ের করেছিল। তাই, বাদীপক্ষের লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেয়ে আবেদন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

৫. বাদী সি. সরদাম্বল দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে তিনি টেস্টেটরের ঋণ এবং উত্তরাধিকার পরিশোধ করে এবং এর একটি সম্পূর্ণ এবং সত্য তালিকা তৈরি করে এবং আদালতে তা প্রদর্শন করে উইল অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে সম্মত হবেন।

৬. টেস্টেটরের কন্যারা লিখিত বিবৃতি দাখিল করে উক্ত টেস্টামেন্টের বিরোধিতা করে। তারা দৃঢ়ভাবে বলে যে উইলটি জাল ছিল এবং উক্ত নথিতে টেস্টেটরের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছিল এবং এটি বাদীর স্বামী বন্ধুদের সহায়তায় তৈরি করা একটি সাজানো নথি ছিল, যারা উইলের প্রত্যয়নকারী সাক্ষী ছিল। তারা দৃঢ়ভাবে বলে যে উইলের প্রত্যয়নকারীদের মৃত টেস্টেটর ই. শ্রীনিবাস পিল্লাইয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। বিবাদীরা যুক্তি দেয় যে তারা তাদের পিতার মৃত্যুর শয্যায় তার দেখাশোনা করেছিল।

আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে মৃত উইলকারী ই. শ্রীনিবাস পিল্লাইয়ের পক্ষাঘাত হয়েছিল এবং তিনি লিখতে বা নড়াচড়া করতে অক্ষম ছিলেন। আদালতের বিবেকের সন্তুষ্টির জন্য উইলটি কার্যকর করার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সন্দেহজনক পরিস্থিতি দূর করে আইন অনুসারে প্রমাণ করার জন্য জোর দেওয়া হয়েছিল। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে জালিয়াতিপূর্ণ এবং জাল উইলের কারণে বিবাদীদের উইলবিহীন উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

৭. বিবাদীরা দৃঢ়ভাবে বলে যে তাদের পিতা ১৯৭৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি মারা যান, তাদের মা তাদের আগে মারা যান এবং তাদের ভাইও ১৯৮৯ সালে মারা যান। বিবাদীরা আরও দৃঢ়ভাবে বলে যে প্রথম বাদী ১৯৭০ সালের ৭ই জুন আসামিদের ভাইকে বিয়ে করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাদী উক্ত বিবাহের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী কন্যা ছিলেন। প্রথম বাদী ইচ্ছাকৃতভাবে তার স্বামীকে পরিত্যাগ করেন এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রির মাধ্যমে তার বিবাহ বিলুপ্তির জন্য ১৯৮৮ সালের ১৩৬ নম্বর বৈবাহিক আবেদনও দাখিল করেন, কিন্তু বিবাদীদের ভাই ১৯৮৯ সালের ৩রা জুন মারা যাওয়ায় বিবাহ বিলুপ্তির উক্ত আবেদনটি নিষ্ফল হয়ে যায়। বিবাদীরা যুক্তি দেয় যে প্রথম বাদী তাদের ভাইয়ের কখনো যত্ন নেয়নি। আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে তাদের ভাই এস. দামোদরন তাদের পিতার মৃত্যুর পর এগারো বছর জীবিত ছিলেন এবং তিনি তাদের পিতার উইল সম্পাদনের বিষয়ে কখনো প্রকাশ করেননি।

৮. আসামিরা ১৯৮৯ সালের ২২শে জুন তফসিলি সম্পত্তিতে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ অংশের বিভাজন এবং পৃথক দখলের জন্য বাদীকে একটি আইনি নোটিশ জারি করে এবং আড়াই মাস অপেক্ষা করার পর, তারা উক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ অংশের বিভাজন এবং পৃথক দখলের জন্য একটি মামলা দায়ের করে।

৯. আরও দৃঢ়ভাবে বলা হয় যে টেস্টেটর ই. শ্রীনিবাস পিল্লাই তার মৃত্যুর আগে দশ মাস ধরে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী ছিলেন, কিছু লিখতে এবং বুঝতে অক্ষম ছিলেন। সাক্ষী এবং উইল খসড়া করা ব্যক্তির নাম কখনো প্রকাশ করা হয়নি। আরও দৃঢ়ভাবে বলা হয় যে টেস্টেটর ই. শ্রীনিবাস পিল্লাই মাদ্রাজ বিল্লি অ্যান্ড কোম্পানিতে কাজ করতেন এবং শিক্ষিত এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে যুক্ত ছিলেন। টেস্টেটরের মৃত্যুর পনেরো বছর পর লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। অতএব, বিবাদীরা লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেয়ে আবেদনটি খারিজ করার জন্য অনুরোধ করে।

১০. আসামিদের উত্থাপিত আপত্তিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনটি টি.ও.এস. নং ২০/১৯৯৪ হিসাবে টেস্টামেন্টারি অরিজিনাল স্যুট-এ রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

মুরথি ও অন্যান্য বনাম সি. সারাদম্বল ও অন্যান্য ৮৪৩

[বি. ভি. নাগরত্না বিচারপতি]

১১. বিজ্ঞ বিচারক আবেদনপত্রের ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তৈরি করেছেন:

"(১) টেস্টেটর সুস্থ এবং নিষ্পত্তিযোগ্য মানসিক অবস্থায় উইল সম্পাদন করেছিলেন কিনা? এবং

(২) পক্ষগুলি কী প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী?"

১২. বিজ্ঞ বিচারক ২০০০ সালের ১৪ই জানুয়ারির রায় এবং ডিক্রির মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়গুলির উত্তর বাদীদের বিপক্ষে দিয়ে মামলাটি খারিজ করে দেন।

১৩. বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক পাস করা বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রিতে ক্ষুব্ধ হয়ে, বাদীরা হাইকোর্টের সামনে ও.এস.এ. নং ৪৭০/২০০২ আপিল দায়ের করেন। ডিভিশন বেঞ্চ ২০০৮ সালের ৮ই ডিসেম্বরের বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রির মাধ্যমে আপিল মঞ্জুর করে এবং মামলাটি ডিক্রি করে। তাই এই আপিল।

১৪. আমরা আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী এস. ভাল্লিনায়গাম, উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী কে. কে. মণি-এর বক্তব্য শুনেছি এবং রেকর্ডের উপাদানগুলি খতিয়ে দেখেছি।

১৫. আপিলকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত আদালতের বিজ্ঞ বিচারকের রায় বাতিল করে সঠিক কাজ করেনি এবং সেই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি বিতর্কিত রায়ের দিকে আকর্ষণ করেন। তিনি জানান যে বিজ্ঞ বিচারক মৌখিক এবং ডকুমেন্টারি উভয় প্রকার রেকর্ডের প্রমাণ ঘনিষ্ঠভাবে খতিয়ে দেখেছেন এবং সঠিকভাবে মামলাটি খারিজ করেছেন। তবে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কোনো কারণ না দেখিয়েই বিজ্ঞ বিচারকের রায় বাতিল করেছে।

১৬. পরবর্তীকালে জানানো হয় যে, যে টেস্টামেন্টের ভিত্তিতে উত্তরদাতারা লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মঞ্জুর করতে চেয়েছেন, তা জাল করা হয়েছে। আপিলকারীদের পিতা, ই. শ্রীনিবাস পিল্লাই, পক্ষাঘাতজনিত স্ট্রোকের কারণে মৃত্যুর আগে শয্যাশায়ী ছিলেন এবং স্বাক্ষর বা লেখার মতো অবস্থায় ছিলেন না এবং তিনি সুস্থ নিষ্পত্তিযোগ্য মানসিক অবস্থায়ও ছিলেন না। আপিলকারীরা যুক্তি দেন যে তিনি তার পুত্র এস. দামোদরনের পক্ষে, তিনি যে বাড়িতে বসবাস করতেন, সেই বাড়ির দানপত্র করার কথা ভাবতেও পারতেন না। তারা যুক্তি দেন যে উইলের সম্পাদন সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে ঢাকা রয়েছে, কারণ বিতর্কিত নথিতে পাওয়া স্বাক্ষরটি টেস্টেটরের নয়। একই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে, এটি জোর দেওয়া হয়েছিল যে উত্তরদাতারা প্রদর্শনী.পি২ এবং পি৩ এর উপর নির্ভর করেছিলেন যে তারা প্রমাণ করতে পারেন যে উক্ত নথিগুলিতে স্বাক্ষর উইলে উইলকারীর স্বাক্ষরের সাথে মিলে গেছে।

যাইহোক, উক্ত স্বাক্ষরগুলির একটি সংক্ষিপ্ত নজরেও স্পষ্ট যে সেগুলি মেলে না। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে উত্তরদাতাদের প্রচেষ্টা ছিল যেন বাড়ির সম্পত্তিটি উত্তরদাতা নং ১-এর স্বামী এবং উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩-এর পিতার নামে দান করা হয়েছে, মৃত টেস্টেটরের কন্যা আপিলকারীদের বাদ দিয়ে। উক্ত যুক্তি বিশদভাবে বলতে গিয়ে, এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে টেস্টেটর তথাকথিত উইল সম্পাদনের পনেরো (১৫) দিনের মধ্যে মারা যান, অর্থাৎ ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি, কারণ টেস্টেটর ১৯৭৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি মারা যান।

১৭. এই আপিলকারীরা মাদ্রাজ ৪র্থ সহকারী সিটি সিভিল আদালতে ও.এস. নং ৫৪৭৭/১৯৯০ হিসাবে বাড়ির সম্পত্তির বিভাজন এবং পৃথক দখলের জন্য মামলা দায়ের করেছিল এবং বাড়ির সম্পত্তিতে এই আপিলকারীদের অধিকারকে পরাজিত করার জন্য, উত্তরদাতা নং ১ ই. শ্রীনিবাস পিল্লাইয়ের উইল তৈরি করেছিল। উক্ত নথিটি একটি জাল এবং জালিয়াতি করা নথি কারণ এটি টেস্টেটরের মৃত্যুর পনেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে আলোর মুখ দেখেনি এবং উক্ত নথির উপর আদালতের অনুমোদন পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মঞ্জুর করার আবেদন দায়ের করা হয়েছিল।

১৮. আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে তথাকথিত টেস্টামেন্টের প্রত্যয়নকারীরা মৃত টেস্টেটরের পরিচিত ছিলেন না, তারা প্রকৃতপক্ষে প্রথম বাদী অর্থাৎ এখানে উত্তরদাতা নং ১-এর পরিচিত।

১৯. আরও অনুরোধ করা হয়েছিল যে উইলের সম্পাদনটি সন্দেহজনক এবং তাই বিজ্ঞ বিচারক এখানে উত্তরদাতাদের মামলাটি সঠিকভাবে খারিজ করেছিলেন। যাইহোক, আপিল আদালত কোনো যুক্তি ছাড়াই বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক পাস করা রায় এবং ডিক্রি সরলভাবে বাতিল করে দেয়। অতএব, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে আপিল আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রি বাতিল করা যেতে পারে এবং বিজ্ঞ বিচারকের রায় এবং ডিক্রি পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

২০. বিপরীতে, মামলার বাদী-উত্তরদাতাদের বিজ্ঞ আইনজীবী রেকর্ডের মৌখিক এবং ডকুমেন্টারি প্রমাণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং যুক্তি দেন যে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ৬৮ ধারা এবং ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী উইলের সম্পাদন প্রমাণিত হয়েছে। আপিল আদালত টেস্টেটর ই. শ্রীনিবাস পিল্লাই কর্তৃক উইল সম্পাদনের ঘটনা এবং টেস্টেটর কর্তৃক উইল সম্পাদনের আশেপাশের কোনো সন্দেহজনক পরিস্থিতি ছিল না এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিল।"

"অতএব, আপিল আদালত বিচারিক আদালতের রায় এবং ডিক্রি সঠিকভাবে বাতিল করেছে। অতএব, একই নিশ্চিত করা যেতে পারে।

২১. আমরা পক্ষগুলির দ্বারা করা প্রতিদ্বন্দ্বী জমাগুলির প্রতি আমাদের চিন্তাশীল বিবেচনা দিয়েছি।

২২. বিবেচনার জন্য যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা হলো, আপিল আদালত কি বিজ্ঞ বিচারকের রায় এবং ডিক্রি বাতিল করে, এখানে বাদী-উত্তরদাতাদের দায়ের করা আপিল মঞ্জুর করে এবং ফলস্বরূপ তাদের দায়ের করা মামলা ডিক্রি করে সঠিক ছিল কিনা।

২৩. পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। মৃত ই. শ্রীনিবাস পিল্লাই প্রথম বাদীর স্বামীর পিতা এবং কন্যাদের পিতা ছিলেন। এটাও বিরোধের বিষয় নয় যে টেস্টেটর ১৯৭৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি মারা যান। এখানে বিতর্কটি তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত। যদি তিনি উইল না করে মারা যেতেন, তবে তার পুত্র এবং কন্যারা সমানভাবে বাড়ির সম্পত্তি সহ তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারী হতেন। কিন্তু বাদীদের পক্ষে লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মঞ্জুর করার জন্য আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল, মৃত ই. শ্রীনিবাস পিল্লাইয়ের ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারির উইল অনুসারে। এটাও বিরোধের বিষয় নয় যে উক্ত উইলটি পনেরো বছর ধরে আলোর মুখ দেখেনি এবং শুধুমাত্র আপিলকারীদের, অর্থাৎ এখানে টেস্টেটরের কন্যাদের বিভাজন এবং পৃথক দখলের জন্য মামলা দায়ের করার পরেই, এখানে উত্তরদাতারা মৃত ই. শ্রীনিবাস পিল্লাইয়ের উইলের ভিত্তিতে লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেয়েছিলেন, যা ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি সম্পাদিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

২৪. এই আপিলের সিদ্ধান্তের জন্য পয়েন্টটির উত্তর দেওয়ার আগে, বিজ্ঞ বিচারকের রায় এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে প্রাসঙ্গিক পয়েন্টগুলি বের করা উপযোগী হবে।

২৫. বিজ্ঞ বিচারক প্রথম বাদী পিডব্লিউ১ এবং উইলের একজন প্রত্যয়নকারী পিডব্লিউ২ (প্রদর্শনী-পি১) এর সাক্ষ্য বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করার পরেও মামলাটি খারিজ করে দেন এবং নিম্নলিখিত দিকগুলি উল্লেখ করেন:

(i) টেস্টেটর ই. শ্রীনিবাস পিল্লাই যিনি ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি উইল (প্রদর্শনী-পি১) সম্পাদন করেছিলেন বলে জানা যায়, তিনি ১৫ দিন পরে মারা যান।

(ii) উইলটি অনিবন্ধিত।"

(iii) টেস্টেটরের পুত্র, এস. দামোদরণ, একজন অনুশীলনকারী আইনজীবী ছিলেন।

(iv) টেস্টেটর শিক্ষিতও ছিলেন।

(v) টেস্টেটর তার মৃত্যুর আগে গুরুতর অসুস্থ এবং দুর্বল অবস্থায় সুস্থ ও নিষ্পত্তিকারী মানসিক অবস্থায় ছিলেন না, কারণ তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত আক্রমণে ভুগছিলেন।

(vi) পিডব্লিউ২ তার সাক্ষ্যে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে টেস্টেটর পক্ষাঘাতগ্রস্ত আক্রমণে ভুগছিলেন এবং তার মৃত্যুর আগে তার ডান হাত ও ডান পা সরাতে অক্ষম ছিলেন এবং তিনি তার মৃত্যুর প্রায় দশ মাস আগে বাড়িতে সীমাবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি লিখতে অক্ষম ছিলেন।

(vii) টেস্টেটরের পুত্র উইল সম্পাদনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না এবং তিনি এর প্রবেটের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেননি।

(viii) টেস্টেটরের পুত্র, এস. দামোদরণের মৃত্যুর পরে, তার স্ত্রী-বাদী নং ১, লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চাইতে এগিয়ে আসেন।

(ix) পিডব্লিউ১ এবং তার স্বামী, এস. দামোদরণের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের কার্যক্রম চলছিল এবং তিনি বিবাহবিচ্ছেদের জন্য সম্মতিও দিয়েছিলেন।

(x) যদিও যে ব্যক্তি উইল লিখেছেন তিনি পিডব্লিউ১-এর শ্বশুরমশাইয়ের পরিচিত ছিলেন, তার নাম উইলে উল্লেখ করা হয়নি, বা উইলে কোনও তারিখও উল্লেখ করা হয়নি।

(xi) উইল (প্রদর্শনী-পি১) প্রায় পনেরো বছর ধরে আলোর মুখ দেখেনি, যদিও টেস্টেটরের পুত্র একজন অনুশীলনকারী আইনজীবী ছিলেন।

(xii) পিডব্লিউ২ স্বীকার করেছেন যে উইল সম্পাদনের সময় পিডব্লিউ১ ঘরের বাইরে ছিলেন, যেখানে পিডব্লিউ১ বলেছেন যে যখন তার শ্বশুর উইল (প্রদর্শনী-পি১) সম্পাদন করেছিলেন তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং, পিডব্লিউ১ এবং পিডব্লিউ২-এর সাক্ষ্যের সংস্করণে একটি অসঙ্গতি রয়েছে।

(xiii) পিডব্লিউ২ স্বীকার করেছেন যে তিনি নিজের ইচ্ছায় নয়, আইনজীবীর অনুরোধে হলফনামা দাখিল করেছিলেন। তাই, পিডব্লিউ২-এর সাক্ষ্যের উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করা যায় না।

(xiv) মৃত ব্যক্তির কন্যারা ১৯৯০ সালের ও.এস. নং ৫৯৭৭ হিসাবে একটি বিভাজন মামলা দায়ের করেছিল। এর পরেই বাদীদের দ্বারা লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মঞ্জুরির জন্য কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।

(xv) যেহেতু টেস্টেটর তার মৃত্যুর আগে সুস্থ ছিলেন না এবং পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন, তাই তিনি লিখতে (স্বাক্ষর করতে) সক্ষম ছিলেন না। তাই, তিনি উইলটি সম্পাদন করেছিলেন কিনা তা সন্দেহজনক।

(xvi) অ্যাটেস্টেটর নিজেই টেস্টেটরের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে স্বীকার করেছেন যে পক্ষাঘাতের কারণে উইল নিবন্ধনের জন্য তাকে সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে নিয়ে যাওয়া যায়নি।

(xvii) উইল সম্পাদন নিজেই সন্দেহজনক এবং উইল সম্পাদনের বিষয়ে সাক্ষ্য সন্দেহজনক পরিস্থিতি দূর করেনি।

(xviii) বন্টন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে কারণ কন্যাদের বাড়ির সম্পত্তিতে কোনও অংশ নেই।

২৬. উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বিজ্ঞ বিচারক এখানে বাদী-বিবাদীদের দায়ের করা মামলা খারিজ করে দেন।

২৭. যে ডিভিশন বেঞ্চের কাছে আপিল করা হয়েছিল, তারা পর্যবেক্ষণ করে যে ১৮৭২ সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারা উইল প্রমাণের জন্য মেনে চলতে হবে, উল্লেখ করেছে যে শুধুমাত্র একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষী, অর্থাৎ বরদানকে পিডব্লিউ২ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল, কারণ অন্য প্রত্যয়নকারী সাক্ষী, অর্থাৎ দক্ষিণামূর্তি, বেঁচে ছিলেন না যাতে উইলের সত্যতা নিশ্চিত করা যায়, যা আইনে অনুমোদিত।

২৮. রায়ের ৮ থেকে ১১ অনুচ্ছেদে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৮. এই আদালত উইলে টেস্টেটরের স্বাক্ষরগুলি পূর্বের নথিগুলিতে উপলব্ধ স্বাক্ষরগুলির সাথে যাচাই করেছে, যথা, প্রদর্শনী-পি২ স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট এবং প্রদর্শনী-পি৩, বিল্ডিং প্ল্যান। যাচাইয়ের পরে, এই আদালতের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দ্বিধা নেই যে উইলে উপলব্ধ স্বাক্ষরগুলি স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট এবং বিল্ডিং প্ল্যানের স্বাক্ষরগুলির সাথে মিলে যায়।

যদিও বিবাদীরা বলেছেন যে, আপিলকারীর বিরুদ্ধে আইনজীবীরা বিবাহ সংক্রান্ত আবেদন দাখিল করেছেন, তবে কোনও আদেশ না থাকায়, এই আদালত এই ধরনের কার্যক্রমকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে পারে না। এছাড়াও, উত্তরদাতারা চেন্নাইয়ের চতুর্থ সহকারী সিটি সিভিল কোর্টের ফাইলে মামলা সম্পত্তি ভাগ করার জন্য একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, যা বিচারাধীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. বিবাদীদের বিজ্ঞ আইনজীবীর পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে উইলের প্রবেটের জন্য কার্যক্রম শুরু করতে অত্যধিক বিলম্ব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, বলা প্রয়োজন যে প্রবেট কার্যক্রম শুরুর জন্য গৃহীত সময় এবং প্রদত্ত কারণগুলি এই মামলার বিশেষ ঘটনা ও পরিস্থিতির উপর বিবেচনা করার বিষয়। অতএব, উক্ত যুক্তি ব্যর্থ হয়।

১০. অ্যাটেস্টারের সাক্ষ্য, টেস্টেটরের স্বাক্ষরের তুলনা, আইনি নীতি, টেস্টেটরের উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য পরিস্থিতির মতো আইনের প্রতিষ্ঠিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে উইলের প্রমাণ এবং বৈধতা পরীক্ষা করতে হবে। যাইহোক, বিজ্ঞ একক বিচারক শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছিলেন যে উইলটি দীর্ঘ সময় ধরে প্রবেট করা হয়নি। অতএব, বিজ্ঞ একক বিচারকের দেওয়া যুক্তি টিকিয়ে রাখা যায় না, কারণ আইনি নীতিগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

১১. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য এবং উপরে আলোচিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, বিজ্ঞ একক বিচারকের রায় আইনগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং তা বাতিল করা হলো। সেই হিসাবে, এই ও.এস.এ. অনুমোদিত হলো। কোনো খরচ নেই। ফলস্বরূপ, সংযুক্ত সি.এম.পি. নং ৯৫১৭/২০০৬ এবং ১৪৯২/২০০৮ বন্ধ করা হলো।"

২৯. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলির মাধ্যমে, বিজ্ঞ বিচারকের রায় ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল।

৩০. হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিতর্কিত রায়ের যথার্থতা বিবেচনা করার আগে, উইলের প্রমাণ সম্পর্কিত এই আদালতের নিম্নলিখিত রায়গুলি উল্লেখ করা উপযোগী হবে:

(ক) উইলের প্রমাণ সম্পর্কিত এই আদালতের অন্যতম বিখ্যাত সিদ্ধান্ত, যা এআইআর ১৯৫৯ এসসি ৪৪৩-এ প্রকাশিত হয়েছে, এইচ. ভেঙ্কটাচালা আইয়েঙ্গার বনাম বি.এন. থিম্মাজ্জাম্মার মামলায়, যেখানে এই আদালত স্পষ্টভাবে একটি উইলের প্রয়োজনীয় প্রমাণের প্রকৃতিকে অন্য যেকোনো নথির তুলনায় পৃথক করেছে। উক্ত রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:-

"১৮. যে পক্ষ উইল পেশ করছে বা উইলের অধীনে দাবি করছে, সে নিঃসন্দেহে একটি দলিল প্রমাণ করতে চাইছে এবং

মুবথি ও অন্যান্য বনাম সি. সারাদম্বল ও অন্যান্য ৮৪৯

[বি. ভি. নাগরত্না বিচারপতি]

এটি কীভাবে প্রমাণ করা হবে তা নির্ধারণ করার সময়, আমাদের অবশ্যই অনিবার্যভাবে দলিল প্রমাণ নিয়ন্ত্রণকারী আইনগত বিধানগুলির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। ধারা ৬৭ এবং ৬৮, সাক্ষ্য আইন এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক। ধারা ৬৭ এর অধীনে, যদি কোনও নথিতে কোনও ব্যক্তির স্বাক্ষর রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়, তবে উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর অবশ্যই তার হাতের লেখায় প্রমাণিত হতে হবে এবং আইনের ৪৫ এবং ৪৭ ধারার অধীনে এই ধরনের হাতের লেখা প্রমাণ করার জন্য বিশেষজ্ঞ এবং কল্পিত ব্যক্তির হাতের লেখার সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের মতামত প্রাসঙ্গিক করা হয়। ধারা ৬৮ আইনের দ্বারা প্রত্যয়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় নথির কার্যকরকরণের প্রমাণের সাথে সম্পর্কিত; এবং এটি বিধান করে যে এই জাতীয় নথি প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হবে না যতক্ষণ না একজন প্রত্যয়িত সাক্ষীকে কমপক্ষে তার কার্যকরকরণ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ডাকা হয়। এই বিধানগুলি প্রয়োজনীয়তা এবং প্রমাণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে যা কোনও আদালতে কোনও নথির উপর নির্ভরশীল পক্ষকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করতে হবে। একইভাবে, ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৫৯ এবং ৬৩ ধারাও প্রাসঙ্গিক, ধারা ৫৯-এ বলা হয়েছে যে নাবালক না হয়ে সুস্থ মনের প্রতিটি ব্যক্তি ইচ্ছামতো তার সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে এবং এই ধারার তিনটি দৃষ্টান্ত ইঙ্গিত করে যে "সুস্থ মনের ব্যক্তি" অভিব্যক্তিটি কী বোঝায়। ধারা ৬৩-এ বলা হয়েছে যে পরীক্ষক ইচ্ছাপত্রে তার 'চিহ্ন' স্বাক্ষর করবেন বা লাগাবেন বা এটি তার উপস্থিতিতে এবং নির্দেশে অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে এবং স্বাক্ষর বা চিহ্নটি এমনভাবে তৈরি করবে যে এটি প্রদর্শিত হবে যে এটি একটি উইল হিসাবে লেখাটিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। এই বিভাগে আরও বলা হয়েছে যে উইলটি নির্ধারিত হিসাবে দুই বা ততোধিক সাক্ষী দ্বারা সত্যায়িত হবে। এইভাবে প্রপাউন্ডার কর্তৃক স্থাপিত উইলটি উইলকারীর শেষ উইল হিসাবে প্রমাণিত হয় কিনা এই প্রশ্নটি এই বিধানগুলির আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উইলকারী কি উইলে স্বাক্ষর করেছেন? তিনি কি উইলে স্বভাবের প্রকৃতি এবং প্রভাব বুঝতে পেরেছিলেন? তিনি কি উইলে স্বাক্ষর করেছিলেন এটা জেনে যে এতে কী রয়েছে? বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে এই প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্ত যা উইলের প্রমাণের প্রশ্নের উপর অনুসন্ধানের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। প্রাথমিকভাবে এটা বলা ঠিক হবে যে, উইলটি অন্য যে কোনও নথির মতো প্রমাণ করতে হবে, ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ ধারা দ্বারা নির্ধারিত সত্যায়িতকরণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত। অন্যান্য নথির প্রমাণের ক্ষেত্রে যেমন প্রমাণের ক্ষেত্রে, উইলের ক্ষেত্রে গাণিতিক নিশ্চয়তার সাথে প্রমাণ আশা করা অযৌক্তিক হবে। প্রয়োগ করা পরীক্ষাটি এই জাতীয় বিষয়ে বিচক্ষণ মনের সন্তুষ্টির স্বাভাবিক পরীক্ষা হবে।

প্রকৃতপক্ষে, উইলের প্রমাণ সম্পর্কিত আইনি নীতিগুলি আর নতুন নয়। ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ ধারা এবং ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারা এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। উইলের প্রস্তাবককে এক বা একাধিক প্রত্যয়নকারী সাক্ষীকে পরীক্ষা করতে হবে এবং উইলের সম্পাদন সম্পর্কিত সমস্ত সন্দেহজনক পরিস্থিতি দূর করার দায়িত্ব প্রস্তাবকের উপর বর্তায়। উপরে উল্লিখিত মামলায়, এই আদালত বলেছে যে একজন প্রস্তাবককে নিম্নলিখিত তিনটি দিক প্রমাণ করতে হবে:-

"(i) টেস্টেটর সুস্থ ও নিষ্পত্তিযোগ্য মানসিক অবস্থায় উইলে স্বাক্ষর করেছিলেন, যথাযথভাবে নিষ্পত্তির প্রকৃতি এবং প্রভাব বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি নিজের স্বেচ্ছায় নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, এবং

(ii) যখন উইলের সমর্থনে উপস্থাপিত সাক্ষ্য নিরপেক্ষ, সন্তোষজনক এবং আইন অনুসারে টেস্টেটরের সুস্থ ও নিষ্পত্তিযোগ্য মনের অবস্থা এবং তার স্বাক্ষর প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট, তখন আদালত প্রস্তাবকের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে ন্যায়সঙ্গত হবে, এবং

(iii) যদি কোনো উইল সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে ঘেরা বলে চ্যালেঞ্জ করা হয়, তবে সন্দেহ দূর করার জন্য জোরালো, সন্তোষজনক এবং পর্যাপ্ত সাক্ষ্য দ্বারা এই ধরনের সমস্ত বৈধ সন্দেহ দূর করতে হবে। অন্য কথায়, প্রস্তাবকের উপর থাকা দায়িত্ব সেখানে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে পূরণ হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে।"

(খ) যশোবন্ত কৌর বনাম অমৃত কৌর এবং অন্যান্য[১৯৭৭ ১ এসসিসি ৩৬৯]-এ, এই আদালত উল্লেখ করেছে যে যখন কোনো উইল সন্দেহজনক বলে অভিযোগ করা হয়, তখন তার প্রমাণ বাদী এবং বিবাদীর মধ্যে একটি সাধারণ বিরোধ থাকে না। যা সাধারণত একটি প্রতিকূল প্রক্রিয়া, এই ধরনের ক্ষেত্রে এটি আদালতের বিবেকের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তখন বিবেচনার জন্য উদ্ভূত আসল প্রশ্নটি হল, উইলের প্রস্তাবক দ্বারা উপস্থাপিত সাক্ষ্য এমন কিনা যা আদালতের বিবেককে সন্তুষ্ট করবে যে উইলটি টেস্টেটর দ্বারা যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছিল। এই ধরনের সন্তুষ্টিতে পৌঁছানো অসম্ভব যদি না যে পক্ষ উইলটি স্থাপন করে তারা উইল তৈরির আশেপাশের যেকোনো সন্দেহজনক পরিস্থিতির বিষয়ে জোরালো এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়।

(গ) ভরপুর সিং এবং অন্যান্য বনাম শামসের সিং [২০০৯ (৩) এসসিসি ৬৮৭]-এ, ২৩ অনুচ্ছেদে, এই আদালত কয়েকটি সন্দেহজনক পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছে, যা দৃষ্টান্তমূলক কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে:-

"২৩. উইলের সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধরনের সন্দেহজনক পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে:

(i) টেস্টেটরের স্বাক্ষর খুব নড়বড়ে ও সন্দেহজনক হতে পারে বা তার স্বাভাবিক স্বাক্ষর বলে মনে নাও হতে পারে।

(ii) প্রাসঙ্গিক সময়ে টেস্টেটরের মনের অবস্থা খুব দুর্বল এবং ক্ষীণ হতে পারে।

(iii) প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতিতে বন্টন অস্বাভাবিক, অসম্ভব বা অন্যায্য হতে পারে, যেমন কোনো কারণ ছাড়াই প্রাকৃতিক উত্তরাধিকারীদের বাদ দেওয়া বা তাদের জন্য পর্যাপ্ত বিধানের অনুপস্থিতি।

(iv) বন্টন টেস্টেটরের স্বাধীন ইচ্ছা ও মনের ফল বলে মনে নাও হতে পারে।

(v) উইলের প্রস্তাবক উইল সম্পাদনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়।

(vi) টেস্টেটর ফাঁকা কাগজে স্বাক্ষর করতেন।

(vii) উইল দীর্ঘ সময় ধরে আলোর মুখ দেখেনি।

(viii) প্রয়োজনীয় তথ্যের ভুল বর্ণনা।"

আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে এখানে বর্ণিত পরিস্থিতিগুলি সম্পূর্ণ নয়। যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়ার সাপেক্ষে, উইলের সম্পাদন যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য এর অস্তিত্ব বিবেচনায় নেওয়া উচিত। এটা সত্য হতে পারে যে উইলটি নিবন্ধিত ছিল, কিন্তু এর মানে এই নয় যে উইল প্রমাণের জন্য বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে হবে না।

(ঘ) নিরঞ্জন উমেশচন্দ্র যোশী বনাম মৃদুলা জ্যোতি রাও, [(২০০৬) ১৩ এসসিসি ৪৩৩]-এ, ৩৪ থেকে ৩৭ অনুচ্ছেদে, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:-

"৩৪. এমন অনেকগুলি পরিস্থিতি রয়েছে যা এই আদালত সন্দেহজনক পরিস্থিতি হিসাবে বর্ণনা করেছে:

(i) যখন উইলে তার স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও টেস্টেটরের মনের অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি হয়;

(ii) যখন প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতিতে বন্টন অস্বাভাবিক বা সম্পূর্ণ অন্যায্য বলে মনে হয়;

(iii) যেখানে প্রস্তাবক নিজেই উইলের সম্পাদনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয় যা তাকে যথেষ্ট সুবিধা দেয়।"

৩৫. আমরা বারে উদ্ধৃত সিদ্ধান্তগুলির গভীরে যেতে পারি না কারণ সম্প্রতি এই আদালত

বি. ভেঙ্কটামুনি বনাম সি.জে. অযোধ্যা রাম সিং [(২০০৬) ১৩ এসসিসি ৪৪৯] মামলায় প্রশ্নটি বিবেচনা করেছে, যেখানে এই আদালত রায় দিয়েছে যে উইলকারীর দ্বারা উইলের যথাযথ বাস্তবায়নের বিষয়ে আদালতকে তার বিবেককে সন্তুষ্ট করতে হবে এবং আদালত কেবল উইলে প্রস্তাবকের স্বাক্ষর অন্যথায় প্রমাণিত হওয়ার কারণে বিষয়টি আরও গভীরভাবে তদন্ত করতে অস্বীকার করবে না।

৩৬. একটি উইলের প্রমাণ শুধুমাত্র নথিটি পাঠের ভিত্তি হিসাবে প্রয়োজন হয় না, বরং বিচারককে এটি যা দাবি করে তা হওয়ার যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়।

৩৭. তবে, আমরা দ্রুত যোগ করতে পারি যে যেখানে সন্দেহগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে শুধুমাত্র সন্দেহ রয়েছে সেখানে একটি পার্থক্য বিদ্যমান। শুধুমাত্র সন্দেহজনক পরিস্থিতির অস্তিত্ব যথেষ্ট নাও হতে পারে। আদালত সন্দেহ দিয়ে শুরু করতে পারে না এবং সত্য খুঁজে বের করার জন্য তার মন বন্ধ করা উচিত নয়। গুরুতর সন্দেহজনক পরিস্থিতি থাকলেও বিচারকের কাছ থেকে একটি দৃঢ় এবং দুর্ভেদ্য অবিশ্বাস দাবি করা হয় না।"

(ঙ) এই আদালত অনিল কাক বনাম শারদা রাজে, [(২০০৮) ৭ এসসিসি ৬৯৫]-এ নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:-

"২০. এই আদালত অনিল কাক বনাম শারদা রাজে-তে মতামত দিয়েছে যে আদালতের একটি যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং সন্দেহজনক পরিস্থিতির অস্তিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই তার বিবেককে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন, যা নিম্নরূপ:

৫২. যেখানে অন্য কোনো নথির সম্পাদন নথির লেখা বা এর বিষয়বস্তু এবং এর সম্পাদন প্রমাণ করে প্রমাণ করা যেতে পারে, সেখানে সন্দেহজনক পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলে, উইল সংযুক্ত করে প্রবেট এবং/অথবা প্রশাসনের চিঠি পেতে চাওয়া পক্ষকে আদালত সন্তুষ্ট করার জন্য সাক্ষ্যও দিতে হবে, যাতে এটিকে খাঁটি হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

৫৩. যেহেতু প্রবেট মঞ্জুর করার আদেশ একটি 'জাজমেন্ট ইন রেম', তাই আদেশ দেওয়ার আগে আদালতকে তার বিবেককে সন্তুষ্ট করতে হবে।

৫৪. এটা সত্য হতে পারে যে প্রাকৃতিক উত্তরাধিকারী দ্বারা যথাযথ অংশ থেকে বঞ্চিত করা নিজেই সন্দেহজনক পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচিত নাও হতে পারে, তবে এটি এমন একটি কারণ যা উইল প্রবেট মঞ্জুর করার আগে আদালত দ্বারা বিবেচনা করা হয়।"

৫৫. অন্যান্য নথির বিপরীতে, অ্যাটেস্টেশনের প্রমাণ দেওয়ার জন্য অ্যানিমাস অ্যাটেস্টান্ডিও একটি প্রয়োজনীয় উপাদান।"

(চ) একইভাবে, লীলা রাজাগোপাল এবং অন্যান্য বনাম কমলা মেনন কোচারন এবং অন্যান্য, [(২০১৪) ১৫ এসসিসি ৫৭০]-এ, এই আদালত নিম্নরূপ মতামত দিয়েছে:-

"১৩. একটি উইলের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এবং কিছু পরিস্থিতিতে সম্পাদিত হতে পারে যা কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। একটি উইলে এই ধরনের অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বা এর সম্পাদনের আশেপাশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি অবশ্যই এটি গৃহীত হওয়ার আগে একটি ঘনিষ্ঠ যাচাইয়ের ন্যায্যতা দেবে। এই ধরনের যাচাইয়ের ভিত্তিতে আদালতের সামগ্রিক মূল্যায়ন; অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিস্থিতির সম্মিলিত প্রভাব যা আদালতের প্রয়োজনীয় নির্ধারণে ওজন করবে। চূড়ান্ত বিচারিক রায়, শেষ পর্যন্ত, সমস্ত অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং সন্দেহজনক পরিস্থিতি একত্রে বিবেচনার ভিত্তিতে হবে এবং কোনো একক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবের উপর নয় যা একটি উইলে পাওয়া যেতে পারে বা এর সম্পাদন বা নিবন্ধনের দিকে পরিচালিত প্রক্রিয়ার থেকে উদ্ভূত কোনো একক পরিস্থিতির উপর নয়। আমাদের সামনে উল্লেখ করা এবং নির্ভর করা সিদ্ধান্তগুলি সহ এই বিষয়ে এই আদালতের বারবার ঘোষণার এটাই সারমর্ম।

৩১. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, মৃত ই. শ্রীনিবাস পিল্লাইয়ের শেষ উইল এবং টেস্টামেন্ট বলে কথিত উইল (প্রদর্শনী-পি১) এর বৈধতা বিবেচনা করা হবে। উইল (প্রদর্শ-পি১) পাঠ করে, আমরা লক্ষ্য করি যে ৬/১ আজিজ নগর, ২য় স্ট্রিট, কোডামবাক্কাম, মাদ্রাজ-৬০০০০২৪ নম্বরের অস্থাবর সম্পত্তি এবং এর উপর অবস্থিত প্রায় দুই গ্রাউন্ডের বিল্ডিং যা টেস্টেটর ১৯৫৩ সালে কিনেছিলেন, তা তার পুত্র এস. দামোদরন, মাদ্রাজের একজন অনুশীলনকারী আইনজীবীকে দান করা হয়েছে। উইলটি আরও নিম্নরূপ পাঠ করে:

"আমি চাই এই বাড়িটি আমার পুত্র এস. দামোদরনের কাছে যাক এবং তিনি যেন কোনো শর্ত ছাড়াই উত্তরাধিকার সূত্রে পান এবং আমি এখানে এটি একেবারে তাকে হস্তান্তর করছি, প্রয়োজনে এটি নিষ্পত্তি করা সহ সমস্ত ক্ষমতা সহ। অন্য কারো উপর এর কোনো দাবি থাকা উচিত নয়। যেহেতু আমি অসুস্থ এবং দুর্বল হয়ে পড়ছি, তাই আমি এই দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে এই উইলটি লিখছি এবং স্বাক্ষর করছি, যারা আজ, ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি আমার সামনে উপস্থিত আছেন এবং তাদের উপস্থিতিতে আমার স্বাক্ষর দিচ্ছি।"

এই পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করি যে উইলটি নিজেই পাঠ করে যে টেস্টেটর অসুস্থ এবং দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন।

৩২. আপিলকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী উইলের সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সন্দেহজনক পরিস্থিতিগুলি উল্লেখ করেছেন। সেগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ বলা যেতে পারে:

(i) উইলের তারিখ এবং টেস্টেটরের মৃত্যুর তারিখ খুব কাছাকাছি হওয়ায় টেস্টেটরের সুস্থ নিষ্পত্তিকারী মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি হয়।

(ii) টেস্টেটর তার মৃত্যুর আগে শয্যাশায়ী ছিলেন কারণ তিনি পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন।

(iii) অ্যাটেস্টর (পিডব্লিউ২) প্রথম বাদী, উইলের প্রস্তাবকের পরিচিত, কিন্তু মৃত টেস্টেটরের পরিচিত নন।

(iv) প্রথম বাদীর স্বামী এবং টেস্টেটরের পুত্র, যিনি একজন অনুশীলনকারী আইনজীবী ছিলেন, তার জীবদ্দশায় উইল সম্পাদনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না।

(v) উইল (প্রদর্শনী-পি১) এর স্বাক্ষর টেস্টেটরের প্রদর্শনী-পি২ (এসএসএলসি রেজিস্টার) এবং প্রদর্শনী-পি৩ (অনুমোদন পরিকল্পনার নির্যাস) এর স্বাক্ষরের সাথে মেলে না।

(vi) পিডব্লিউ১ এবং পিডব্লিউ২-এর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়।

(vii) পিডব্লিউ১ এবং পিডব্লিউ২-এর সাক্ষ্যে অসঙ্গতি রয়েছে।

(viii) বিবাদী-বাদীরা আদালতের বিবেকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী উইল প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং উইল সম্পাদনের সন্দেহজনক পরিস্থিতিগুলি দূর করেনি।

৩৩. আমরা এখন উপরোক্ত প্রতিটি দিক নিয়ে আলোচনা করব।

(ক) উইল (প্রদর্শনী-পি১) এর তারিখ ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি। টেস্টেটর ই. শ্রীনিবাস পিল্লাই ১৯৭৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি মারা যান, উইল সম্পাদনের তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে। এমনকি উইলটি পাঠ করেও দেখা যায় যে টেস্টেটর নিজেই বলেছেন যে তিনি অসুস্থ এবং দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, তবুও তিনি নিজেই উইলটি "লিখেছিলেন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। উইলের অন্যতম অ্যাটেস্টর পিডব্লিউ২ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে টেস্টেটর অসুস্থ এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি শয্যাশায়ী থাকায় উইলটি নিবন্ধিত করা যায়নি। এটাও সাক্ষ্যে এসেছে যে টেস্টেটর পক্ষাঘাতগ্রস্ত আক্রমণে ভুগছিলেন, যা তার কথা বলা, তার ডান হাত এবং ডান পায়ের চলাচলে প্রভাব ফেলেছিল। মৃত্যুর আগে তিনি দশ মাস ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন।

উপরোক্ত দুটি পরিস্থিতি বিবেচনায় নিলে, টেস্টেটর তার মৃত্যুর পনেরো দিন আগে উইল তৈরির সময় সুস্থ ও নিষ্পত্তিকারী মানসিক অবস্থায় ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ তৈরি হয়।

(খ) টেস্টেটরের চিকিৎসা করা ডাক্তারের কোনো সাক্ষ্য রেকর্ড করা হয়নি যাতে প্রমাণ করা যায় যে উইল সম্পাদনের সময় টেস্টেটর সুস্থ ও নিষ্পত্তিকারী অবস্থায় ছিলেন।

(গ) উইল সম্পাদনের তারিখ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে টেস্টেটরের মৃত্যুর ঘটনাটি টেস্টেটরের চিন্তাভাবনা এবং শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার উপর সন্দেহ তৈরি করে। উইলের প্রস্তাবক, অর্থাৎ প্রথম বাদী, কোনো বিপরীত চিকিৎসা সাক্ষ্য বা টেস্টেটরের মৃত্যুর আগে তার চিকিৎসা করা ডাক্তারের সাক্ষ্য উপস্থাপন করে আদালতের মনের এই সন্দেহ দূর করতে পারেননি।

(ঘ) এই প্রসঙ্গে, ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৬৩ ধারার উপর নির্ভর করা উপযোগী হবে, যা স্পষ্টভাবে বলে যে টেস্টেটরকে উইলে স্বাক্ষর করতে হবে এবং টেস্টেটরের স্বাক্ষর এমন হতে হবে যা এর মাধ্যমে একটি উইল লেখার "উদ্দেশ্য" করে। সুতরাং, টেস্টামেন্ট তৈরির টেস্টেটরের উদ্দেশ্য প্রমাণ করে উইলের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে এবং এর জন্য, একটি বৈধ টেস্টামেন্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ আদালতের সামনে সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য উপস্থাপন করে প্রমাণ করতে হবে। বর্তমান মামলায়, টেস্টেটর কাকে উইল লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্য নেই। লেখককেও পরীক্ষা করা হয়নি। এটাও জানা যায়নি যে টেস্টেটর শুধুমাত্র তার পুত্রকে টেস্টামেন্ট তৈরি করতে এবং সম্পত্তি দান করার জন্য কোনো আইনজীবী বা অন্য কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির সহায়তা নিয়েছিলেন কিনা।

(ঙ) তা ছাড়া, ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৬৩(গ) ধারায় প্রথমে বলা হয়েছে যে উইলটি দুই বা ততোধিক সাক্ষী/প্রত্যয়নকারী দ্বারা সত্যায়িত করতে হবে, যাদের প্রত্যেকেরই উইলকারীকে তার উপস্থিতিতে উইলে স্বাক্ষর করতে দেখা উচিত ছিল, অথবা উইলকারীর কাছ থেকে উইলে স্বাক্ষরের ব্যক্তিগত স্বীকৃতি গ্রহণ করা উচিত ছিল।

উইলের উপর তার স্বাক্ষরের প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক সাক্ষী উইলটিতে টেস্টেটরের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করবে, তবে একই সময়ে একাধিক সাক্ষী উপস্থিত থাকা আবশ্যক নয় এবং সত্যায়নের জন্য কোনো নির্দিষ্ট রূপের প্রয়োজন নেই। উইলের সম্পাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হওয়ার জন্য উপরোক্ত দুটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। বর্তমান মামলায়, দুইজন সত্যায়নকারী আছেন, যথা, পিডব্লিউ২-ভারদান এবং দক্ষিণমূর্তি, এবং পরবর্তীজন মারা গেছেন। রেকর্ডভুক্ত সাক্ষ্য ১৮৭২ সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারা অনুযায়ী হতে হবে, যা সত্যায়ন বাধ্যতামূলক করে এমন নথির প্রমাণ সম্পর্কিত। উইল-এর মতো নথির সম্পাদন প্রমাণ করার জন্য, সত্যায়নকারী সাক্ষীদের মধ্যে অন্তত একজনকে অবশ্যই এর সম্পাদন প্রমাণের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা উচিত। যেহেতু সত্যায়নকারীদের মধ্যে একজন, অর্থাৎ, দক্ষিণমূর্তি মারা গেছেন, তাই পিডব্লিউ২, ভারদান উইলের একজন সত্যায়নকারী হিসাবে তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যাইহোক, পিডব্লিউ২-এর জবানবন্দি এমন যে এটি বাদীদের মামলার জন্য মারাত্মক। পিডব্লিউ২-এর সাক্ষ্য নিম্নরূপভাবে তুলে ধরা যেতে পারে:

(i) তিনি টেস্টেটরের বন্ধু ছিলেন এবং তিনি প্রায়শই দুই বা তিন দিনে একবার টেস্টেটরের সাথে দেখা করতেন।

(ii) তিনি প্রদর্শনী-পি১-এ প্রথম সত্যায়নকারী সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন এবং দক্ষিণমূর্তি দ্বিতীয় সত্যায়নকারী সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন এবং টেস্টেটর উভয় সত্যায়নকারীকে প্রদর্শনী-পি১-এ স্বাক্ষর করতে দেখেছেন। যাইহোক, তিনি জবানবন্দি দিয়েছেন যে টেস্টেটর ভালো অবস্থায় না থাকায় এবং তিনি খুব গুরুতর অসুস্থ থাকায়, পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন, তাই উইলটি নিবন্ধনের জন্য রেজিস্ট্রার অফিসে টেস্টেটরকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

(iii) তিনি স্বীকার করেছেন যে টেস্টেটর ডান হাত ও ডান পায়ের পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন এবং মৃত্যুর আগে প্রায় ১০ মাস ধরে অসুস্থ ছিলেন এবং তার বাড়িতে সীমাবদ্ধ ছিলেন এবং লেখার মতো অবস্থায় ছিলেন না।

(iv) পিডব্লিউ২ আরও বলেছেন যে তিনি এস. দামোদরন, টেস্টেটরের ছেলেকে উইল সম্পর্কে জানাননি এবং তার জীবদ্দশায় এস. দামোদরন তার বাবার সম্পাদিত উইল সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

(v) এস. দামোদরন (যিনি একজন অনুশীলনকারী আইনজীবী ছিলেন) উইল (প্রদর্শনী-পি১) সম্পাদনের পর প্রায় এগারো বছর বেঁচে ছিলেন এবং যেহেতু তিনি তার বাবার সম্পাদিত উইল সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, তাই তিনি উইলের প্রোবেট চাওয়ার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেননি।

(vi) তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে তিনি আইনজীবীর নির্দেশনায় এবং অনুরোধে মামলায় হলফনামায় স্বাক্ষর করেছেন।

(চ) বিচারিক আদালত পিডব্লিউ২ এর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করেনি। এটা অত্যন্ত অসম্ভব যে টেস্টেটরের একমাত্র পুত্র, যিনি একজন অনুশীলনকারী আইনজীবী ছিলেন এবং যার নামে বাড়ির উইল করা হয়েছিল, তিনি তার বাবার উইল সম্পাদনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না। এটা অস্বাভাবিক যে বাবা তার একমাত্র পুত্রকে সম্পত্তির উইল সম্পর্কে প্রকাশ করবেন না (বিশেষ করে যখন পুত্র একজন অনুশীলনকারী আইনজীবী ছিলেন) এবং উইল খসড়া এবং সম্পাদনের সময় তার পুত্রের সহায়তাও নেননি।

(ছ) আপিলকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে উইল (প্রদর্শ-পি১) এ টেস্টেটরের স্বাক্ষর প্রদর্শ-পি২ এবং প্রদর্শ-পি৩-এ তার স্বাক্ষরের সাথে মেলে না। আমরা উক্ত স্বাক্ষরগুলি তুলনা করেছি। যদিও পূর্বোক্ত নথিগুলিতে স্বাক্ষরগুলি বিভিন্ন সময়ে করা হয়েছে, আমরা দেখতে পাই যে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন, কারণ প্রদর্শ-পি২ এবং পি৩-এর স্বাক্ষরগুলি একে অপরের সাথে মেলে না এবং উইল (প্রদর্শ-পি১) এ টেস্টেটরের স্বাক্ষর প্রদর্শ-পি২ এবং পি৩-এ টেস্টেটরের স্বাক্ষরের থেকে ভিন্ন, বিশেষ করে 'ই' অক্ষরটি। এই বিষয়টি এই আদালতের মনে সন্দেহ জাগায় যে প্রদর্শ-পি১-এ স্বাক্ষরটি সত্যিই টেস্টেটরের ছিল কিনা। তদুপরি, যদি সত্যিই টেস্টেটর নিজেই উইল লিখে থাকেন, তবে উইলের পাঠের ফন্ট এবং তার স্বাক্ষর মোটেই মেলে না।

(জ) আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে উইলটির প্রপাউন্ডার পিডব্লিউ১-এর সাক্ষ্য আস্থা জাগায় না। আমরা একই বিষয় তুলে ধরব:

(i) পিডব্লিউ১-এ বলা হয়েছে যে প্রদর্শ পি১-কে উইলকারীর মৃত্যুর প্রায় পনেরো দিন আগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যিনি তার শ্বশুর ছিলেন এবং

উইলকারীর হেফাজতে ছিলেন। প্রদর্শ পি১-এর নির্বাহ কার্যকর হয়েছে, উইলকারীর ছেলের মৃত্যুর পরে, যিনি উইল সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এবং আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন, সম্পত্তি বা তাদের পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তির ভাগাভাগি এবং পৃথক দখলের জন্য। উইলকারীর মৃত্যুর পরে এবং পনেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে উইলের হেফাজতের বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা নেই।

(ii) পিডব্লিউ১ বলেছেন যে উইলটি তার স্বামীর আলমারির একটি গোপন স্থানে রাখা ছিল এবং তিনি তার মৃত্যুর পনেরো দিন পর এটি বের করেছিলেন। এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায় যে শুধুমাত্র পিডব্লিউ১ উইলের সম্পাদন এবং এটি যে গোপন স্থানে রাখা ছিল সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন। পিডব্লিউ১-এর জবানবন্দি অনুসারে যদি উইলটি টেস্টেটরের হেফাজতে থাকত, তবে নথিটি কীভাবে তার স্বামীর আলমারিতে স্থান পেল তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, বিশেষ করে যখন টেস্টেটর তার মৃত্যুর আগের কয়েক মাস (দশ মাস) শয্যাশায়ী ছিলেন এবং চলাফেরা করার মতো অবস্থায় ছিলেন না।

(iii) পিডব্লিউ১ বলেছেন যে উইলটি তার শ্বশুরের পরিচিত একজন ব্যক্তি লিখেছিলেন কিন্তু যিনি উইলটি লিখেছেন তার নাম সেখানে উল্লেখ করা হয়নি। উইলের লেখকের কোনো উল্লেখ বা প্রমাণ নেই।

(iv) পিডব্লিউ১ আরও স্বীকার করেছেন যে উইলের উপরে কোনো তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং, উইল সম্পাদনের তারিখও প্রদর্শ-পি১-এ উল্লেখ করা হয়নি। এই দিকটি সন্দেহ তৈরি করে যে টেস্টেটর তার জীবদ্দশায় উইলটি সম্পাদন করেছিলেন কিনা।

(v) পিডব্লিউ১ বলেছেন যে প্রদর্শ-পি১ তার শ্বশুর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল এবং যখন এটি সম্পাদিত হয়েছিল তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন কিন্তু পিডব্লিউ২, সত্যায়নকারী বলেছেন যে উইল সম্পাদনের সময় পিডব্লিউ১ ঘরের বাইরে ছিলেন।

উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা আপিলকারীর আইনজীবীর দাখিলের মধ্যে যথেষ্ট জোর খুঁজে পাই।

(i) অন্যদিকে, ডিডব্লিউ১-এর সাক্ষ্য এই সম্পর্কিত যে টেস্টেটর ভালো স্বাস্থ্যে ছিলেন না এবং তিনি পক্ষাঘাতজনিত আক্রমণে ভুগছিলেন এবং লেখার মতো অবস্থায় ছিলেন না, পিডব্লিউ২ তার সাক্ষ্যে যা স্বীকার করেছেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যে টেস্টেটর পক্ষাঘাতজনিত স্ট্রোকে ভুগছিলেন বলে উইল নিবন্ধনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে নিয়ে যাওয়া যায়নি।

(j) আরও সাক্ষ্যে এসেছে যে প্রথম বাদী এবং তার স্বামী এস. দামোদরনের মধ্যে কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল যা তার মৃত্যুর কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়।

৩৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা ধরে নিই যে প্রতিবাদী-বাদীরা আইন অনুসারে উইলের বৈধতা প্রমাণ করতে সফল হননি, কারণ উইলের সম্পাদনের আশেপাশের সন্দেহজনক পরিস্থিতি কোনো জোরালো সাক্ষ্য দ্বারা পরিষ্কার করা হয়নি, বরং প্রদর্শনী-পি১-এর যথার্থতা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। এটি লক্ষ্য করা যায় যে উইল (প্রদর্শনী-পি১) টেস্টেটরের নির্দেশে তৈরি হয়নি বরং এটি একটি বানানো নথি এবং এস. দামোদরনের মৃত্যুর পর তৈরি করা হয়েছে।

৩৫. উপরে উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা ধরে নিই যে প্রতিবাদী-বাদীরা আইন অনুসারে উইল (প্রদর্শনী-পি১) প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ তারা উইলের সম্পাদনের আশেপাশের সন্দেহজনক পরিস্থিতি দূর করতে পারেননি। অতএব, প্রদর্শনী-পি১ আইনের দৃষ্টিতে বৈধ নথি না হওয়ায়, প্রতিবাদী-বাদীদের কোনো লেটারস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মঞ্জুর করা যাবে না।

৩৬. এই পরিস্থিতিতে, আমরা ধরে নিই যে বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি খারিজ করে সঠিক কাজ করেছেন। যাইহোক, আপিল আদালত ডিভিশন বেঞ্চ হওয়ায় বিচারিক আদালতের দেওয়া রায় এবং ডিক্রি বাতিল করেছে এবং মামলাটি ডিক্রি করেছে। আপিল আদালতের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি বের করে, যা এগারোটি অনুচ্ছেদ নিয়ে গঠিত, দেখা যায় যে এটি সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হয়েছে। এটি লক্ষ্য করা যায় যে আপিল আদালত যদি আপিল খারিজ করে এবং বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রি বহাল রাখে তবে রায় সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট হতে পারে। কিন্তু যখন বিচারিক আদালতের রায় এবং ডিক্রি বাতিল করতে হয়, তখন

আপিল আদালতের দায়িত্ব হল বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা এবং তা বাতিল করার কারণগুলি উল্লেখ করা। কারণ নির্ধারণ কেবল রায়কে স্বাস্থ্যকর করে তোলে না, বরং সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এবং ন্যায্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যও প্রয়োজনীয়।

৩৭. এই মামলার নিষ্পত্তি করার আগে, আমরা পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে এই মামলায়, হাইকোর্ট বিচারিক আদালতের রায়কে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিবেচনা করেছে, তথ্য এবং আইন উভয় ক্ষেত্রেই বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করার সময় সমস্ত যুক্তি থেকে বঞ্চিত। এটি সর্বজনবিদিত যে আপিল আদালতের বিচারিক আদালতের অনুসন্ধান এবং রায় বাতিল, নিশ্চিত বা সংশোধন করার এখতিয়ার রয়েছে। যাইহোক, বিচারিক আদালতের রায় বাতিল বা সংশোধন করার সময়, আপিল আদালতের কর্তব্য হলো তার রায়ে প্রতিফলিত করা, সমস্ত বিষয়ে কারণ দ্বারা সমর্থিত রেকর্ডের অনুসন্ধানগুলির উপর মনের সচেতন প্রয়োগ, সেইসাথে আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য পক্ষগুলি দ্বারা উত্থাপিত এবং চাপ দেওয়া যুক্তিগুলি। নিঃসন্দেহে, যখন আপিল আদালত বিচারিক আদালতের রায় নিশ্চিত করে, তখন যুক্তির বিস্তৃত হওয়ার প্রয়োজন নেই যদিও প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন এবং বিচারিক আদালতের রায়ের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। তবে বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করার সময়, আপিল আদালতের উচিত এটি করার কারণগুলি নির্ধারণে তার দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া।

৩৮. এই বিষয়ে, আমরা সন্তোষ হাজারী বনাম পুরুষোত্তম তিওয়ারী (মৃত) বাই এলআরস (২০০১) ৩ এসসিসি ১৭৯-এর এই আদালতের একটি রায়ের উপর নির্ভর করতে পারি, যেখানে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে বাতিলকরণের রায় লেখার সময়, আপিল আদালতের দুটি নীতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। প্রথমত, বিচারিক আদালত দ্বারা পরস্পরবিরোধী প্রমাণের ভিত্তিতে আসা তথ্যের অনুসন্ধানগুলি আপিল আদালতের সাথে ওজন করা উচিত, বিশেষ করে যখন অনুসন্ধানগুলি একই সভাপতিত্বকারী বিচারক দ্বারা রেকর্ড করা মৌখিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় যিনি রায় লেখেন। যদি প্রমাণের মূল্যায়নে দেখা যায় যে বিচারিক আদালতের রায় একটি বস্তুগত অনিয়ম থেকে ভুগছে বা অগ্রহণযোগ্য প্রমাণের উপর বা অনুমান এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, তবে আপিল আদালত এটি করার জন্য জোরালো কারণ উল্লেখ করে তথ্যের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করতে অধিকারী। অন্যথায়, তথ্যের প্রশ্নে বিচারিক আদালতের অনুসন্ধানগুলি হালকাভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, তথ্যের অনুসন্ধান বাতিল করার সময়, আপিল আদালতের এটি করার জন্য নিজস্ব কারণ উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে যদি ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১০০ ধারার অধীনে আরও আপিল থাকে, কারণ প্রথম আপিল আদালত তথ্যের চূড়ান্ত আদালত এবং উক্ত অনুসন্ধানগুলি দ্বিতীয় আপিলে চ্যালেঞ্জ থেকে মুক্ত।

মুরথি ও অন্যান্য বনাম সি. সারাদম্বল ও অন্যান্য ৮৬১

[বি. ভি. নাগরত্না বিচারপতি]

৩৯. বি.ভি. নাগেশ বনাম এইচ.ভি. শ্রীনিবাস মূর্তি (২০১০) ১৩ এসসিসি ৫৩০-এ, এই আদালত এই আদালতের পূর্ববর্তী সমস্ত রায় বিবেচনা করে উপরোক্ত নীতিটি নিম্নলিখিত শব্দে পুনরাবৃত্তি করেছে: (এসসিসি পৃষ্ঠা ৫৩০-৩১, অনুচ্ছেদ ৩-৫)

"৩. আপিল আদালত/হাইকোর্ট কর্তৃক নিয়মিত প্রথম আপিল কীভাবে নিষ্পত্তি করা উচিত তা এই আদালত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে বিবেচনা করেছে। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ৪১ আদেশ এই আদালত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে বিবেচনা করেছে। দেওয়ানি কার্যবিধির ৪১ আদেশ মূল ডিক্রি থেকে আপিল নিয়ে কাজ করে। বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে, ৩১ নম্বর নিয়ম নির্দেশ করে যে আপিল আদালতের রায়ে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ করতে হবে:

(ক) নির্ধারণের জন্য পয়েন্ট;

(খ) সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত;

(গ) সিদ্ধান্তের কারণ; এবং

(ঘ) যেখানে আপিল করা ডিক্রি বাতিল বা পরিবর্তিত হয়, সেখানে আপিলকারী যে প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী।

৪. আপিল আদালতের বিচারিক আদালতের অনুসন্ধানগুলি বাতিল বা নিশ্চিত করার এখতিয়ার রয়েছে। প্রথম আপিল পক্ষগুলির একটি মূল্যবান অধিকার এবং যদি না আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে পুরো মামলাটি তথ্য এবং আইন উভয় প্রশ্নের উপর পুনঃশুনানির জন্য উন্মুক্ত। অতএব, আপিল আদালতের রায়ে অবশ্যই তার মনের সচেতন প্রয়োগ প্রতিফলিত করতে হবে এবং আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য পক্ষগুলি দ্বারা উত্থাপিত এবং চাপ দেওয়া যুক্তিগুলির সাথে উদ্ভূত সমস্ত ইস্যুতে কারণ দ্বারা সমর্থিত অনুসন্ধানগুলি রেকর্ড করতে হবে। প্রথম আপিল আদালত হিসাবে বসে, হাইকোর্টের কর্তব্য ছিল তার অনুসন্ধানগুলি রেকর্ড করার আগে সমস্ত বিষয় এবং পক্ষগুলি দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণগুলির সাথে মোকাবিলা করা। প্রথম আপিল একটি মূল্যবান অধিকার এবং পক্ষগুলির আইন এবং তথ্য উভয় প্রশ্নের উপর শোনার অধিকার রয়েছে এবং প্রথম আপিলের রায়ে অবশ্যই আইন এবং তথ্য উভয় বিষয়ের সাথে মোকাবিলা করতে হবে এবং অনুসন্ধানগুলির সমর্থনে কারণ দিয়ে এটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (সন্তোষ হাজারী বনাম পুরুষোত্তম তিওয়ারী (২০০১) ৩ এসসিসি ১৭৯, পৃষ্ঠা ১৮৮, অনুচ্ছেদ ১৫ এবং মধুকর বনাম সংগ্রাম (২০০১) ৪ এসসিসি ৭৫৬, পৃষ্ঠা ৭৫৮, অনুচ্ছেদ ৫ দেখুন)।"

৪০. একই রকম প্রভাব এই আদালতের বিনোদ কুমার বনাম গঙ্গাধর - (২০১৫) ১ এসসিসি ৩৯১ মামলায় দেখা গেছে যে, ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ৯৬ ধারার অধীনে প্রথম আপিলের ক্ষেত্রে, প্রথম আপিল আদালতের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা এবং সুযোগ

কোডের আদেশ ৪১-তে বর্ণিত হয়েছে এবং আপিলের উত্থাপিত ভিত্তি, পক্ষগুলির দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন এবং প্রাসঙ্গিক আইনি নীতি এবং নির্ধারিত মামলা আইনের প্রয়োগ বিচার আদালতের রায় বহাল রাখা সম্ভব কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিবেচনা করতে হবে।

৪১. এটি লক্ষ্য করাও প্রয়োজন যে আপিলের অধিকার বিধিবদ্ধ আইনের সৃষ্টি। মূল আদালতের রায়কে আক্রমণ করে একজন অসফল পক্ষ কর্তৃক আপিল দায়ের করার অধিকার একটি মূল্যবান অধিকার এবং তাই আপিল আদালতের উপর তথ্য এবং প্রযোজ্য আইন উভয় প্রশ্নের উপর প্রথম আপিলের বিচার করার কর্তব্য বর্তায়। অতএব, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি দ্বারা উত্থাপিত যুক্তি এবং বিচারিক নজির এবং মামলার জন্য প্রযোজ্য আইনের আলোকে প্রমাণের পুনঃমূল্যায়নকে সজ্ঞানে মোকাবিলা করতে হবে।

৪২. বর্তমান মামলায়, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কেবল প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন ছাড়াই এবং তথ্য ও প্রযোজ্য আইন উভয় প্রশ্নের উপর অনুসন্ধান না দিয়ে এবং বিজ্ঞ বিচারক কেন ভুল ছিলেন তার কারণ না দেখিয়ে বিজ্ঞ বিচারকের রায় বাতিল করেছে।

৪৩. এই পরিস্থিতিতে, আমরা ২০০৮ সালের ৮ই ডিসেম্বরের ও.এস.এ ৪৭০/২০০২-এ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় এবং ডিক্রি বাতিল করছি এবং তাৎক্ষণিক আপিল মঞ্জুর করে ২০০০ সালের ১৪ই জানুয়ারির ও.টি.এস নং ২০/১৯৯৪-এ বিজ্ঞ বিচারকের রায় পুনরুদ্ধার করছি।

৪৪. পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিবেচনা করে, তারা তাদের নিজ নিজ খরচ বহন করবে।

৪৫. অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হলো।

দেবীকা গুজরাল আপিল মঞ্জুর।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta